*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মে ২০১৪

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ/বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	পটভুমি	১
২.	কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	১
৩.	আইএসএফ কার্যক্রম	১
৪.	বছর ভিত্তিক কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ	১
৫.	ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য	২
৬.	ম্যানুয়াল সংস্করণ	২
৭.	অনুসরণীয় নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলন	২
৮.	স্থান নির্বাচন	২
৯.	উপপ্রকল্প/স্কীম-এর ব্যয়সীমা	২
১০.	নিরাপদ পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা স্থাপন	২
১১.	ডিপিএইচই'র নকশা অনুসরণ	৩
১২.	ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	৩
১৩.	স্থানীয় জনগোষ্ঠির (কমিউনিটি)অংশগ্রহণের পদ্ধতি	৩
১৪	আইএসএফ কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৩
১৫.	সরকারী বা বিশ্ব ব্যাংক ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ	৪
১৬.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-এর মানদন্ড	৪
১৭.	অতিরিক্ত মানদন্ড	৪
১৮.	আইএসএফ সহায়তার জন্য উপপ্রকল্প/স্কীম গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ	৪
১৯.	ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব বিষয়ে করণীয়	৫
২০.	চুক্তিপত্র সম্পাদন	৫
২১.	উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৫
২২.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক)	৫
২৩.	প্রবাক-এর কর্ম-পরিধি	৫
২৪.	আইএসএফ-এর আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ	৬
২৫.	উপজেলা পরিবীক্ষণ বা তদারকী কমিটি	৬
২৬.	উপজেলা পরিবীক্ষণ বা তদারকী কমিটির কর্ম-পরিধি	৬
২৭.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭
২৮.	ইউজার্স গ্রুপ বা ব্যবহারকারী দল	৭
২৯.	ব্যবহারকারী দলের কর্ম-পরিধি	৭
৩০.	নলকূপের পানিতে আর্সেনিক/ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য সংক্রমন পরীক্ষা	৭
৩১.	বিল ভাউচার জমা দেয়ার পদ্ধতি	৮
৩২.	বিলের সাথে সংযুক্ত কাগজ পত্রের বিবরণ	৮
৩৩.	অর্থ ছাড় ও ব্যয় পদ্ধতি	৯
৩৪.	এসিএফ প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং অর্থ প্রদানের ধাপসমূহ	৯
৩৫.	হিসাব সংরক্ষণ	৯
৩৬.	সেকায়েপ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব	৯
৩৭.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এর দায়িত্ব	১০
৩৮.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর দায়িত্ব	১০
৩৯.	উপসহকারী প্রকৌশলী(জনস্বাস্থ্য)-এর দায়িত্ব	১০
৪০.	এমআইএস সেল এর দায়িত্ব	১১
৪১.	পিএমটিএ-এর দায়িত্ব	১১
৪২.	অগ্রণী ব্যাংক-এর দায়িত্ব	১১
৪৩.	এমইডব্লিউ-এর দায়িত্ব	১১
৪৪.	বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	১১
৪৫.	এক নজরে আইএসএফ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেকায়েপ ও অন্যান্য সহযোগীদের মূল দায়িত্ব	১২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ উন্নয়ন ম্যানুয়াল

ক. পটভূমি

১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিখন ফলাফলসমূহ ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ করা ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। মূল সেকায়েপ প্রকল্পে ১২৫টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে ২য় সংশোধিত প্রকল্প দলিলে আরও ৯০ টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মোট ২১৫টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.০ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যঃ

আইএসএফ উপাঙ্গের মূল উদ্দেশ্য হলো: শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয়, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ প্রতীয়মান হবে। প্রকল্পের আওতায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর প্রতিষ্ঠানগুলিতে লেখাপড়ার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ও অবকাঠামোগত সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এ বরাদ্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয়মুখী করতে এবং শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৩.০ আইএফএস কার্যক্রমঃ

৩.১ সেকায়েপ সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নলকূপসমূহের প্রতি বছর আর্সেনিক পরীক্ষা;
৩.২ নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য নলকূপ স্থাপন;
৩.৩ পানির পাম্প ও ট্যাংক স্থাপন;
৩.৪ উন্নত ডিজাইনের স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক ওয়াশ ব্লক নির্মাণ;
৩.৫ বিদ্যমান নলকূপে আর্সেনিক সংক্রমণ সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ হলে নিরাপদ পানীয় জলের বিকল্প উৎস স্থাপন। বিকল্প উৎসগুলি হলো: সোলার ওয়াটার প্ল্যান্ট, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পন্ড স্যান্ড ফিল্টার;
৩.৬ অধিকতর অনগ্রসর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা, যেমন- অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ, সীমানা প্রাচীর, কমন রুম, কম্পিউটার রুম, ল্যাবরেটরি রুম নির্মাণ ও স্থাপন, ল্যাবরেটরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, আসবাব পত্র সংগ্রহ, ইত্যাদি;
৩.৭ নলকূপের পানিতে ম্যাঙ্গানিজ সংক্রমণ পরীক্ষা।

৪.০ বছরভিত্তিক কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দঃ

৪.১ অতিরিক্ত অর্থায়নজনিত সংশোধিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী আইএসএফ সুবিধাদির একক ব্যয় ও বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম/সুবিধাদি	একক ব্যয়	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
উন্নত ওয়াশ ব্লক (১)	৪.০০	-	২১৫	-	-
স্বল্প ব্যয়ের ওয়াশ ব্লক (২)	১.৫০	২০০	২০০	২০০	১০০
গভীর নলকূপ/ডেভ হেড নলকূপ	.৬০	১০০	২৫০	২৫০	১০০
সোলার ওয়াটার প্ল্যান্ট/পন্ড স্যান্ড ফিল্টার	০.৩০	১০০	২০০	২০০	
পানির পাম্প ও পানির ট্যাংক	০.৩০	২০০	২০০	২০০	
শ্রেণীকক্ষ উন্নয়ন, নবায়ন ও সংযোজন	৪.০০	৫০	২৫০	২০০	৫০
আর্সেনিক টেস্ট	০.০৮৫	১৩৫	২৫০	২৭৫	২৭৫
ম্যাঙ্গানিজ সংক্রমণ পরীক্ষা	লাম -সাম	-	-	-	-

৫.০ ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

এ ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো–

৫.১. আইএসএফ কার্যক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্তির জন্য মানদন্ড নির্ধারণ;

৫.২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করার পদ্ধতির বিবরণ;

৫.৩. কর্মসূচির বিষয়ে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া;

৫.৪. সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

৫.৫. অর্থ বিতরণ/অবমুক্তির পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করা ।

৬.০ ম্যানুয়াল এর সংস্করণঃ

সেকায়েপ প্রকল্প কর্তৃক ব্যবহৃত ম্যানুয়ালটি সংশোধিত সংস্করণ। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রয়োজনে এ ম্যানুয়াল সময় সময় বিশ্ব ব্যাংকের ও বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে সংশোধন করা যাবে।

খ. বাস্তবায়ন পদ্ধতি

৭.০ অনুসরণীয় নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলনঃ

৭.১ প্রতিটি আইএসএফ সুবিধা নির্মাণ/স্থাপনের জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সেকায়েপ সরবরাহকৃত নমুনা নকশা **(পরিশিষ্ট -১** ও ব্যয় প্রাক্কলন **(পরিশিষ্ট -২)** এই ম্যানুয়াল-এ সংযুক্ত করা হল;

৭.২ প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য আইএসএফ সুবিধার ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল-এ সংযুক্ত নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলনকে নমুণা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। এলাকাভেদে নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলনের তারতম্য হতে পারে;

৭.৩ ওয়াশ ব্লক নির্মাণে সংযুক্ত নকশা বা উপজেলা জনস্বাস্থ্য উপসহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রস্তুত নকশা ও প্রাক্কলন ব্যবহার করতে হবে;

৭.৪ নিরাপদ পানি সরবরাহ উৎস ও উন্নত ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/স্থাপনে প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব নকশা ব্যবহার করতে চাইলে তা অবশ্যই উপজেলা জনস্বাস্থ্য উপসহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

৭.৫ নিজস্ব নকশা অনুসরণে নির্মিতব্য আইএসএফ সুবিধার জন্য সেকায়েপ প্রদত্ত ব্যয় বরাদ্দ সীমা অতিক্রম করা যাবে না;

৭.৬ অতিরিক্ত কক্ষ, ল্যাবরেটরী, কম্পিউটার কক্ষ, ইত্যাদির নকশা এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হতে এবং ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারিত বরাদ্দ সীমার মধ্যে রাখতে হবে।

৮.০ স্থান নির্বাচনঃ

৮.১ ওয়াশ ব্লক ও অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ এবং কম্পিউটার ল্যাব ও টিউবওয়েল স্থাপন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাজনক প্রয়োজনীয় স্থান নির্বাচন করতে হবে;

৮.২ স্থানটির মালিকানা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির হতে হবে;

৮.৩ উপপ্রকল্প/স্কীম-এর প্রস্তাবের সাথে নির্বাচিত স্থানটির নকশা/মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে;

৮.৪ স্থানটি জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙ্গন মুক্ত থাকতে হবে;

৮.৫ সহ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের কমনরুমের কাছাকাছি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করতে হবে;

৮.৬ ওয়াশ ব্লক ও অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণের স্থানটিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৮.৭ ওয়াশ ব্লক ও পানি উৎসের মাঝে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলীর সহায়তায় নলকূপের পানি দূষণমুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ০ উপপ্রকল্প/স্কীম-এর প্রাক্কলিত ব্যয়সীমাঃ

৯.১ এ ম্যানুয়ালের অধীন আইএসএফ সুবিধার প্রতিটি স্থাপনা/সেবা অতঃপর এক একটি উপপ্রকল্প বা স্কীম হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন বা স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ পৃথক পৃথক স্কীম হিসেবে বিবেচিত;

৯.২ অনুচ্ছেদ ৩.০ ও ৪.০ এ বর্ণিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন অনধিক ৫০০০ ডলার হতে হবে;

৯.৩ আইএসএফ সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো: গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ওয়াশ ব্লক, পানি পরিশোধন (স্লো স্যান্ড ফিল্টার, সোলার ওয়াটার পিউরিফায়ার,ইত্যাদি),ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক, আর্সেনিক টেস্ট,ম্যাঙ্গানিজ টেষ্ট, সচেতনতা ও প্রচারণামূলক সামগ্রী, শ্রেণী কক্ষ উন্নয়ন, নবায়ন ও সংযোজন।

১০.০ নিরাপদ পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা স্থাপনঃ

প্রকল্পভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পানি উৎসে আর্সেনিক দূষণ সহনীয় মাত্রার অধিক হলে নিরাপদ পানি

সরবরাহের জন্য এলাকাভিত্তিক নিম্নরূপ বিকল্প উৎস স্থাপন করতে হবে:

ক. **সোলার ওয়াটার প্ল্যান্ট:** সহনীয় মাত্রার অধিক আর্সেনিক দূষণযুক্ত ও লবণাক্ত উপকূলীয় এলাকা;

খ. **বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ:** সহনীয় মাত্রার অধিক আর্সেনিক দূষণযুক্ত ও লবণাক্ত এলাকায় বড় আকারের ছাদযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

গ. **পন্ড স্যান্ড ফিল্টার:** মূলতঃ উপকূলীয় এলাকার স্বল্প মাত্রার লবণাক্ত পুকুরের পানি পরিশোধনের জন্য পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (PSF) স্থাপন;

ঘ. **গভীর নলকূপ:** ডিপিএইচই ডেপথ বুক অনুযায়ী (আর্সেনিক সংক্রমণ বিষয়ে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গভীর নলকূপ সরবরাহ করা হবে);

ঙ. **ছয় নম্বর হেডযুক্ত তারা পাম্প:** উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে (ডিপিএইচই ডেপথ বুক অনুযায়ী)।

১১.০ ডিপিএইচই'র নকশা অনুসরণ:

১১.১ পানি সরবরাহের বিকল্প উৎস স্থাপন/নির্মাণে ডিপিএইচই'র সরবরাহকৃত নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলন অনুসরণ করতে হবে;

১১.২ বিকল্প পানি উৎস স্থাপনের প্রস্তাবে ডিপিএইচই'র উপসহকারী প্রকৌশলীর মতামত/সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক;

১১.৩ পূর্বোক্ত ১০.০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিকল্প পানি উৎস স্থাপনের প্রস্তাবে জলাধারে জীবাণু সংক্রমণ রোধী ব্যবস্থা ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২.০ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ:

১২.১ ওয়াশ ব্লক দু ধরণের হবে, যথা: উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লক ও স্বল্পব্যয়ী ওয়াশ ব্লক;

১২.২ প্রতিটি উপজেলায় প্রদর্শনমূলকভাবে একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নত ওয়াশ ব্লক নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়া হবে;

১২.৩ উন্নত ওয়াশ ব্লক নির্মাণের প্রস্তাব পেশকারী প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই পাকা ভবন থাকতে হবে;

১২.৪ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের নির্ণায়কের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমাপন হার, পিটিএ'র সক্ষমতা ও কর্ম-সম্পাদন ইত্যাদি;

১২.৫ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৪০০ ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা হবে ন্যূনতম ১৫০ জন;

১২.৬ সেকায়েপ কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তার সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে উন্নত ওয়াশ ব্লক নির্মাণের প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হবে;

১২.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বল্প ব্যয়ী ওয়াশ ব্লক নির্মাণের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা হবে ন্যূনতম ১০০ জন।

১৩.০ স্থানীয় জনগোষ্ঠির (কমিউনিটি) অংশগ্রহণের পদ্ধতি:

১৩.১ প্রতিটি আইএসএফ কর্মসূচি ৫০০০ ডলার এর কম ব্যয়ে প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহে বিস্তৃত হবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে;

১৩.২ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাবতীয় ক্রয় স্থানীয় জনগোষ্ঠি তথা পিআইসি'র মাধ্যমে সম্পন্ন হবে;

১৩.৩ ডিপ টিউবওয়েল ব্যতীত সকল নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠি ২০% অর্থ অনুদানের মাধ্যমে যোগান দিবে;

১৩.৪ শুধুমাত্র ডিপ টিউবওয়েল এর ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠির অনুদানের পরিমাণ ১০% ভাগ হবে।

১৪.০ আইএসএফ কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

সেকায়েপ,এসএমসি/এমএমসি স্থানীয় জনগোষ্ঠির মাধ্যমে ও সহযোগী সংস্থা ডিপিএইচই নিম্নরূপভাবে আইএসএফ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে-

১৪.১ সেকায়েপ আইএসএফ চাহিদা নিরুপণ করে নির্দিষ্ট অর্থ বছরের জন্য যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে;

১৪.২ সেকায়েপ ২১৫টি উপজেলার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে আইএসএফ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সহায়তা দেবে;

১৪.৩ আইএসএফ সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য এ অর্থ বরাদ্দ প্রকৃত চাহিদার নিরিখে এবং প্রকল্পের সাথে প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হবে;

১৪.৪ সেকায়েপ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে এ অর্থ প্রদান করবে;

১৪.৫ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় জনগোষ্ঠি এ ব্যয় স্বেচ্ছাশ্রম, পরিবহন ব্যয়, ব্যক্তিগত দানকৃত মালামাল, ভূমি উন্নয়ন কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে বহন করতে পারবে;

১৪.৬ সেকায়েপের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তির আওতায় ডিপিইএচই নলকূপের পানিতে আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজ এর মাত্রা নিরুপণ করবে।

১৫.০ সরকারের বা বিশ্ব ব্যাংক ক্রয় নীতিমালা অনুসরণঃ

কোন কারণে আইএসএফ কার্যক্রমের ব্যয় প্রাক্কলন ৫০০০ ডলার এর উর্ধ্বে হলে সরকারী বা বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৬.০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এর মানদন্ডঃ

১৬.১ আইএসএফ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ে অনুসরণীয় মানদন্ড হবে নিম্নরূপ:

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি (২১৫টি) সেকায়েপ আওতাভুক্ত উপজেলায় অবস্থিত;
খ) পরিবেশ উন্নয়ন সুবিধা স্থাপনে প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা আছে;
গ) প্রতিষ্ঠানটি অধিকতর অনগ্রসর বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে;
ঘ) প্রতিষ্ঠানটিতে পরিবেশ উন্নয়ন সুবিধা নেই অথবা বিদ্যমান সুবিধা ব্যবহারকারীর তুলনায় অপ্রতুল;
ঙ) প্রস্তাবিত সুবিধা বাস্তবায়নে নির্ধারিত ১০%-২০% ভাগ কমিউনিটি চাঁদা বা অনুদান দিতে প্রতিষ্ঠানটি ইচ্ছুক;
চ) সেকায়েপ নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্মিত স্থাপনা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা অঙ্গীকারনামায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতিষ্ঠানটি আগ্রহী;
ছ) প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী এবং অন্য কোন দাতা সংস্থা বা এনজিও কর্তৃক পরিচালিত নয়;
জ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ল্যাট্রিন আছে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যসম্মত নয়;
ঝ) ল্যাট্রিন আছে, কিন্তু ছাত্রীদের জন্য পৃথক ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা নেই।

১৭.০ অতিরিক্ত মানদন্ডঃ

১৭.১ সুবিধাবঞ্চিত ও ছাত্রী সংখ্যা ১০০/ ছাত্র সংখ্যা ১৫০-এর অধিক এমন প্রতিষ্ঠানকে আইএফএস সুবিধা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

১৭.২ ৩০০-এর অধিক ছাত্রী রয়েছে এবং এফএসএসএপি প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়েছে ছাত্রীদের এমন প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচীর আওতায় স্যানিটেশন সুবিধার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে;

১৭.৩ আর্সেনিক সংক্রমণ বিষয়ে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভীর নলকূপ সরবরাহ করা হবে;

১৭.৪ নির্বাচিত আবেদনকারী বা প্রতিষ্ঠানটি তথ্য গোপন করে প্রস্তাব পেশ করেছে প্রমাণিত হলে সেকায়েপ প্রদত্ত সকল সহায়তা প্রত্যাহার করা হবে।

১৮.০ আইএসএফ সহায়তার জন্য উপপ্রকল্প/স্কীম গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণঃ

১৮.১ প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত চাহিদা এবং প্রকল্পের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে আইএসএফ সুবিধা স্থাপন/নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে;

১৮.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আইএসএফ সুবিধার চাহিদা নির্ণয়পূর্বক সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত উপপ্রকল্প/স্কীম সারপত্র **(পরিশিষ্ট-৩)** পূরণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করে এসএমসি/এমএমসি বরাবরে পেশ করবে;

১৮.৩ আইএসএফ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেকায়েপ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থাপনার নমুনা নকশা ও প্রাক্কলন সরবরাহ করবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে এ নমুণা নকশা ব্যবহার করে উপপ্রকল্প/স্কীম তৈরি করতে পারে;

১৮.৪ এসএমসি/এমএমসি প্রস্তাবটি পাবার ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে কমিটির সভা আহবান করে চাহিদার যথার্থতা যাচাই করবে;

১৮.৫ চাহিদার যথার্থতা নিশ্চিত হলে এসএমসি/এমএমসি উপপ্রকল্প/স্কীম সারপত্র অনুমোদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট অংশে স্বাক্ষর করবে;

১৮.৬ একই সভায় এসএমসি/এমএমসি একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক)' গঠন ও একটি চুক্তি/অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করবে। সভার ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে এসএমসি/এমএমসি'র কার্যবিবরণীসহ প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবরে প্রেরণ করবে;

১৮.৮ প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রস্তাবটি ফেরৎ পাবার ০৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ সেকায়েপ কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন:

ক. আবেদন বা অগ্রায়ন পত্র
খ. উপপ্রকল্প/স্কীম সারপত্র,

গ. এসএমসি/এমএমসি সভার কার্যবিবরণী,
ঘ. চুক্তি/অংঙ্গীকারনামা,
ঙ. স্থাপনা নির্মাণ/স্থাপনের নির্বাচিত স্থানের ট্রেসিং ম্যাপ,
চ. প্রাক্কলন (আইটেমভিত্তিক সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণ)।

১৯.০ ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব বিষয়ে করণীয়ঃ

১৯.১ এসএমসি/এমএমসি কোন প্রস্তাবের চাহিদার যথার্থতা না পেলে ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করে প্রস্তাব পাবার ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বরাবর ফেরত পাঠাবে;

১৯.২ কোন প্রস্তাব অনুমোদন করা বা না করার বিষয় এসএমসি/এমএমসি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে অবহিত করবে;

১৯.৩ সেকায়েপ কার্যালয় ১৮.০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রস্তাব অর্থায়নের জন্য বিবেচনা করবে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প কর্তৃক অর্থায়নের বিষয় এসএমসি/এমএমসি ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

২০.০ চুক্তিপত্র সম্পাদনঃ

২০.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত উপপ্রকল্প/স্কীম সেকায়েপ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এসএমসি/এমএমসিকে একটি চুক্তি **(পরিশিষ্ট-৪)** সম্পাদন করতে হবে;

২০.২ চুক্তি সম্পাদন করা ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ বা কোন অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হবে না;

২০.৩ চুক্তিপত্রটি ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী মুদ্রণ করতে হবে;

২০.৪ নিজ প্রতিষ্ঠানের তথ্য পূরণ করে স্বাক্ষরপূর্বক চুক্তিপত্রের মূল কপি ও ১ টি ফটোকপি ওরিয়েন্টেশনের দিন সেকায়েপ কর্তৃপক্ষ বরাবরে জমা দিতে হবে;

২০.৫ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরের পর চুক্তিপত্রের কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হবে।

২১.০ উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

২১.১ গৃহীত উপপ্রকল্প/স্কীম 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক)'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে;

২১.২ প্রবাক-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্প/স্কীম-এর জন্য এসএমসি/এমএমসি একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করবে;

২১.৩ বাস্তবায়ন সুবিধার জন্য প্রবাক-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাবে। তবে ইতোপূর্বে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় করা না হলে নতুন অগ্রিম দেয়া যাবে না;

২১ .৪ প্রতিষ্ঠান প্রধান উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের যাবতীয় রেকর্ড ও লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

২২.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক):

আইএসএফ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিম্নরূপ 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক)' গঠিত হবে:

১) স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সহসভাপতি (সহসভাপতির ক্ষেত্রে সভাপতির অথরাইজেশন থাকতে হবে) - সভাপতি
২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বা এলজিইডি'র একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৩) ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য (একজন) - সদস্য
৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি (একজন) - সদস্য
৫-৬) পিটিএ'র প্রতিনিধি (ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) ২ (দুই) জন - সদস্য
৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান - সদস্য সচিব

২২.২ প্রবাক গঠন এমনভাবে করতে হবে যেন কমিটিতে দুজন নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়;

২২.৩ প্রবাক-এর মেয়াদ হবে উপপ্রকল্প/স্কীম গ্রহণ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর পর্যন্ত;

২২.৪ বাস্তবায়িত উপপ্রকল্প/স্কীম হস্তান্তরের পূর্বেই প্রবাক আর্থিক লেনদেনের হিসাবসহ যাবতীয় কাগজপত্র প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বুঝিয়ে দেবে।

২৩.০ প্রবাক-এর কর্ম-পরিধি

২৩.১ প্রস্তাবে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন (বিনির্দেশ) অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় ও সংগ্রহ করা;

২৩.২ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপনসহ সকল অবকাঠামো অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন;

২৩.৩ সকল প্রকার ব্যয়ের ভাউচারসহ অর্থ ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;

২৩.৪ উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ হতে কাজ শুরুর প্রাক্কালে অগ্রিম গ্রহণ ও ব্যয় সম্পাদন;

২৩.৫ ১০০% কার্য সম্পাদনের পর সকল সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত ব্যয় বিবরণী এবং তদারকী কমিটির নিকট হতে যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে ম্যানেজিং কমিটির কাছে দাখিল করা;

২৩.৬ ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক যৌথভাবে দায়ী থাকবেন;

২৩.৭ উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নকালে প্রবাক তদারকী কমিটি ও সেকায়েপ কার্যালয় হতে আগত পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান ও তাঁদের পরীক্ষার জন্য হিসাব পত্র উপস্থাপন করবে;

২৩.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নলকূপ স্থাপনের সময় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক,ম্যাঙ্গানিজ,আয়রন ও ক্লোরাইড এর মাত্রা ল্যাবরেটরী দ্বারা নিরূপণের জন্য ডিপিএইচই'র নিকটবর্তী ল্যাবরেটরীর সাথে যোগাযোগ করে ল্যাবরেটরী জনবল দ্বারা নমুনা পানি ও জিপিএস রিডিং সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানাবে;

২৩.৯ প্রবাক/এসএমসি ল্যাবরেটরী টেস্টের যাবতীয় খরচ বহন করবে যা গভীর নলকূপ স্থাপনের বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হবে;

২৩.১০ গভীর নলকূপ স্থাপনের সময় পানির ল্যাবরেটরী টেস্টের রিপোর্টসহ বিল দাখিল করা।

২৪.০ আইএসএফ-এর আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণঃ

২৪.১ অতিরিক্ত অর্থায়নে বাস্তবায়িত সেকায়েপ আইএসএফ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী চালু করবে। এর লক্ষ্য হলো

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটিকে সজাগ রাখা ও আইএসএফ বাস্তবায়নে কম্যুনিটির প্রত্যাশিত সহযোগিতা নিশ্চিত করা;

২৪.২ শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য আচরণগত পরিবর্তন আনয়ন করা;

২৪.৩ আইএসএফ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিরীক্ষণ এবং এসএমসি/এমএমসি'র সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

২৪.৪ এ কর্মসূচীর কৌশলগত দিক হচ্ছে আইএসএফ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কম্যুনিটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে
শক্তিশালী করা;

২৪.৫ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আইএসএফ কর্মসূচীর কার্যকারিতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিরুপণে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা।

২৫.০ উপজেলা পরিবীক্ষণ বা তদারকী কমিটিঃ

২৫.১ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপনসহ আইএসএফ সুবিধা বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকীর জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে;

২৫.২ কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

২)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য উপসহকারী প্রকৌশলী	-	সদস্য
১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
৩)	উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য
৪)	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫)	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য সচিব

২৬.০ উপজেলা পরিবীক্ষণ বা তদারকী কমিটির কর্ম-পরিধিঃ

২৬.১ কমিটি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইএসএফ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারক করবে। এ জন্য কমিটির কমপক্ষে দু'জন সদস্য কাজটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে (মধ্যবর্তী) একবার এবং শেষ হবার আগে আরেকবার উপপ্রকল্প/স্কীম পরিদর্শন করবেন;

২৬.২ বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শনের সময় কমিটি নকশা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না দেখবে এবং প্রবাককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

২৬.৩ প্রবাক নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে কিংবা কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে পরিবীক্ষণ কমিটি তাৎক্ষণিক কাজ বন্ধ রাখবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

২৬.৪ বাস্তবায়িত সুবিধার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয় কমিটি তদারক করবে;

২৬.৫ কমিটি প্রয়োজনে বিল ভাইচারসহ হিসাব সংরক্ষণ পরীক্ষা করতে পারবে;

২৬.৬ ল্যাট্রিন পানি উৎস বা নলকূপ হতে নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপন করা নিশ্চিত করবে;

২৬.৭ পানির আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজ সংক্রমণ পরীক্ষা যাচাই করা;

২৬.৮ স্থাপিত প্রতিটি টিউবওয়েলের গভীরতা পরিমাপ করে নকশা অনুযায়ী নির্ধারিত গভীরতায় স্থাপন নিশ্চিত করবে;

২৬.৯ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উপপ্রকল্প/স্কীম সার্বিক বাস্তবায়নের বিষয়ে তদারকী কমিটি প্রকল্প বরাবরে একটি প্রতিবেদন পেশ এবং তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সুপারিশ করবে।

২৭.০ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

২৭.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমাপ্ত স্কীম/প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। সেকায়েপ রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যয় বহন করবে না;

২৭.২ স্কীম/প্রকল্প বাস্তবায়নের পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান স্কীম/প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে একটি পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করবে;

২৭.৩ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে বাস্তবায়িত স্থাপনার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে কোন গাফেলতি পরিলক্ষিত হলে ঐ প্রতিষ্ঠানকে আইএসএফ সুবিধার জন্য আর কোন সহায়তা প্রদান করা হবে না;

২৭.৪ এ কাজের জন্য সেকায়েপ ও এসএমসি/এমএমসি'র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিও থাকবে;

২৮.০ ইউজার্স গ্রুপ বা ব্যবহারকারী দলঃ

২৮.১ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ও নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যবহারকারী দল থাকবে;

২৮.২ ব্যবহারকারী দল-এর গঠন হবে নিম্নরূপ:

ক) সহকারী শিক্ষক (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত) ০১ জন - সমন্বয়ক

খ) ছাত্র-ছাত্রী (প্রতি শ্রেণী থেকে ২ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী) - ১৫ জন সদস্য

গ) ম্যানেজিং কমিটি ও পিটিএ-এর সদস্য ০১ জন করে - ২ জন সদস্য

২৮.৩ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা রয়েছে এমন সদস্যকে গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২৮.৪ ব্যবহারকারী দলের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ অর্ধ দিবসের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে;

২৮.৫ ব্যবহারকারী দলের প্রশিক্ষণ বাবদ সর্বোচ্চ ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা উপপ্রকল্প/স্কীম প্রশাসনিক ব্যয় খাতের ২.৫% হতে নির্বাহ করা যাবে।

২৯.০ ব্যবহারকারী দলের কর্ম-পরিধিঃ

২৯.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা;

২৯.২ স্কুল চলাকালীন ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব বন্টন;

২৯.৩ নিয়মিত ল্যাট্রিন ও নলকূপ পরিষ্কারা রাখার বিষয় তদারক করা;

২৯.৪ বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিষয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বাড়ানো;

২৯.৫ পরিবারিক পর্যায়সহ স্থানীয় জনগণের (কমিউনিটি) মধ্যে বিশুদ্ধ পানি (আর্সেনিক মুক্ত) ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে ব্যবহারকারী দল জোর প্রচারণা চালাবে এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করবে;

২৯.৬ ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক ২.০০ /-(দুই টাকা) হারে ফী আদায় করবে এবং এ তহবিল হতে প্রয়োজনমত মেরামত ও পরিচ্ছন্নতার ব্যয় নির্বাহ করবে;

২৯.৭ ব্যবহারকারী দল ফী আদায় ও ব্যয়ের হিসাব একটি পৃথক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবে এবং প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠান প্রধানের পরীক্ষার জন্য পেশ করবে;

২৯.৮ ফী আদায় ও ব্যয় বিবরণ প্রতি তিন মাস অন্তর সকল ছাত্র-ছাত্রীর অবহিতির জন্য স্কুল/মাদ্রসা সমাবেশে পেশ করবে।

৩০.০ নলকূপের পানিতে আর্সেনিক/ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য পরীক্ষা:

৩০.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী সেকায়েপ প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত সকল নতুন ও পুরাতন নলকূপের পানিতে বছরে একবার আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন;

৩০.২ উপসহকারী প্রকৌশলী(জনস্বাস্থ্য) সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সহকারী প্রধানের স্বাক্ষরসহ মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকসহ অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ করবেন। সেকায়েপ ডিপিসি'র সহায়তায় আর্সেনিক ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ কার্ড তৈরী করে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকাসহ উপসহকারী প্রকৌশলীকে সরবরাহ করবে;

৩০.৩ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আর্সেনিক পরীক্ষার ৫% তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে,ম্যাঙ্গানিজের পরীক্ষা অ্যাটোমিক এভজরভেশন স্পেকট্রো ফটোমিটার (এএ্এসএফ) পদ্ধতিতে এবং ফিকল কলিকর্ম পরীক্ষা এমএফটি পদ্ধতিতে পরিচালনা করবে। ডিপিএইচই ল্যাব স্টাফরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা অনুযায়ী দৈব চয়ন পদ্ধতিতে ৫% নলকূপের পানির নমুনা পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ করবে। পানির নমুনা সংগ্রহের সময় ল্যাব স্টাফকে ছকটি পূরণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। অবশেষে একই ছকে ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্ত ফলাফল সংরক্ষণ এবং সেটি ডাটা সন্নিবেশের জন্য ডিপিএইচই-র কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করবে;

৩০.৪ নমুণা পরীক্ষার এক মাসের মধ্যে ডিপিএইচই রিপোর্ট তৈরী করে তার হার্ড ও সফট্ কপি সেকায়েপে জমা দেবে। ডিপিএইচই সেকায়েপ বরাবরে রিপোর্ট পেশের সময় খসড়া ডাটা বই (উপজেলা উপ সহকারী প্রকৌশলী ও গবেষণাগার কর্তৃক পূরণকৃত) প্রদান করবে।

গ. অর্থ পরিশোধের ধরণ ও ধাপসমূহ

৩১.০ বিল ভাউচার জমা দেয়ার পদ্ধতি:

৩১.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক)-এর নিকট হতে প্রাপ্ত ভাউচারসমূহের ভিত্তিতে আইএসএফ উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে নির্ধারিত ছক **(পরিশিষ্ট-৫)** অনুসরণ করে ইংরেজীতে বিল তৈরী করবে;

৩১.২ বিলে শ্রমিকদের মজুরিসহ নির্মাণ সামগ্রীর একক মূল্য ও মোট ব্যয় উল্লেখ করতে হবে;

৩১.৩ প্রবাক-এর সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধান ভাউচারসমূহ 'যাচাইপূর্বক পরিশোধিত' মর্মে স্বাক্ষর করবেন;

৩১.৪ প্রকল্প কর্তৃক প্রদেয় অর্থ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৮০%-৯০%) এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় অর্থ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১০%-২০%) খরচ প্রদর্শনপূর্বক মোট অর্থের বিল প্রস্তুত করতে হবে;

৩১.৫ প্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে বিলে উপজেলা তদারকী কমিটি সুপারিশ গ্রহণ করবেন;

৩১.৬ প্রস্তুতকৃত বিল পরীক্ষা করে সঠিক পেলে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে উপজেলা তদারক কমিটি সুপারিশ করবে;

৩১.৭ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিল ভাউচার প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপজেলা তদারক কমিটির প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে বিস্তারিত ব্যয় বিবরণীসহ সেকায়েপ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করবেন। এছাড়া তিনি অসম্পূর্ণ বিল সংশোধনপূর্বক পুনঃ পেশ করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে ফেরৎ পাঠাবেন।

৩২.০ বিলের সাথে সংযুক্ত কাগজ পত্রের বিবরণ:

৩২.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাবতীয় খরচের ভাউচার (ক্রয় সংক্রান্ত ভাউচার কাঁচা/পাকা রশিদে) বিলের সাথে প্রেরণ করবে। ৫০০ বা তদূর্ধ টাকার উপরের কাঁচা ভাউচারে রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হবে;

৩২.২ সমুদয় ব্যয়ের উপর ৫.৫ হারে ভ্যাট (শ্রমিকদের মজুরি ও পরিবহন ব্যয় ব্যতিরেকে)পরিশোধের রশীদ/ট্রেজারী চালান বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

৩২.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নমুনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে বিল দাখিল করবে;

৩২.৪ সকল ভাউচার অর্থ পরিশোধকারী হিসেবে প্রধান শিক্ষক ও অনুমোদনকারী হিসেবে প্রবাক সভাপতির সীলমোহরসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে;

৩২.৫ প্রবাক কর্তৃক ১০০% কার্য সম্পাদনের প্রত্যয়ন, ব্যয়িত অর্থের বিবরণ এবং তা অনুমোদনের বিষয়ে স্কুল/মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের কপি বিলের সাথে সংযুক্ত থাকবে;

৩২.৬ বিলের অপর পৃষ্ঠায় 'সমুদয় কাজ সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং বিল পরিশোধ করা যায়' মর্মে প্রবাক-এর সুস্পষ্ট সুপারিশসহ সকল সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে। প্রবাক সদস্যদের স্বাক্ষর ছাড়া কোনক্রমে বিল পরিশোধ করা হবে না;

৩২.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "ডিজাইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজ (১০০%) সমাপ্ত করেছে এবং অর্থ ছাড় করা যায়" মর্মে উপজেলা তদারক কমিটির সুপারিশ বিলে সংযুক্ত থাকতে হবে;

৩২.৮ অর্থ প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্রে **(পরিশিষ্ট-৫)** প্রধান শিক্ষক রেভিনিউ স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করবেন(সীল মোহরসহ)।

৩২.৯ বিলের সাথে প্রতিটি নির্মাণ ও স্থাপনার রঙ্গিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে (ছবির অপর পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষরসহ সীল মোহর থাকবে);

৩২.১০ কার্যাদেশের ফটোকপি বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

৩২.১১ বিলের ১ম পাতার উপরে ডান কোণে প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন উল্লেখ করতে হবে;

৩২.১২ কার্যাদেশ অনুযায়ী স্থাপনকৃত কাজের (ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক, সোলার ওয়াটার প্ল্যান্ট ইত্যাদি) ব্রুশিয়ার/ক্যাটালগ বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৩৩.০ অর্থ ছাড় ও ব্যয় পদ্ধতিঃ

৩৩.১ প্রাপ্ত উপপ্রকল্প/স্কীম অনুমোদিত হলে ব্যয় প্রাক্কলন সীমা অনুযায়ী সেকায়েপ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করবে;

৩৩.২ সেকায়েপ হতে এ্যাডভাইস পাবার পর স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংক শাখা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হিসাবে অনুদান আকারে ছাড়কৃত অর্থ জমা করবে। এজন্য পৃথক কোন হিসাব খোলার প্রয়োজন হবে না;

৩৩.৩ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ও শ্রেণী কক্ষ সংস্কার বাবদ অনুদানের অর্থ ৩ কিস্তিতে ছাড় করা হবে। উপ প্রকল্প/স্কীম অনুমোদনের পর ৫০% ভাগ, অর্ধেক কাজ শেষে ৩০% ভাগ এবং অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করা হবে ডিজাইন অনুযায়ী সমুদয় কাজ শেষ হলে;

৩৩.৪ অন্যান্য উপ-প্রকল্প/স্কীমের অনুদান ২ কিস্তিতে প্রদান করা হবে। স্কীম অনুমোদনের পর ৬০% এবং কাজ শেষে অবশিষ্ট অর্থ ছাড় হবে;

৩৩.৫ এসিএফ-এর ভিত্তিতে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখা হতে পেমেন্ট এডভাইস পাবার পর স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংক ছাড়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাব-এ জমা করবে;

৩৩.৬ আইএসএফ সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংক হিসাব-এ জমার বিষয় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন;

৩৩.৭ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কর্ম-সম্পাদনের সুবিধার্থে প্রাপ্ত অর্থ প্রবাককে অগ্রিম প্রদান করা যাবে;

৩৩.৮ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় এবং অগ্রিম গৃহীত অর্থ (যদি থাকে) বিল ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে;

৩৩.৯ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব-এ সমর্পণ করতে হবে;

৩৩.১০ অব্যয়িত বা অনুত্তোলিত অর্থ নির্ধারিত ব্যাংক শাখার সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা হবে এবংপর্যায়ক্রমে অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প হিসাবে ফেরৎ আনতে হবে।

৩৪.০ এসিএফ প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং অর্থ প্রদানের ধাপসমূহঃ পরিশিষ্ট-৬ এ সংযুক্ত করা হলো।

৩৫.০ হিসাব সংরক্ষণঃ

৩৫.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথক একটি রেজিষ্টারে আইএসএফ সুবিধা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের হিসাব রাখবে;

৩৫.২ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাব সংরক্ষণ করবেন, তবে এসএমসি/এমএমসি সভাপতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান আইএসএফ খাতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন;

৩৫.৩ সেকায়েপ কর্মকর্তা ও তদারক কমিটির সদস্যদের পরিদর্শনকালে চাহিদা মতে প্রতিষ্ঠান প্রধান সংরক্ষিত হিসাব এবং এতদসংক্রান্ত রেজিষ্টার ও রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করবেন;

৩৫.৪ সেকায়েপ কর্তৃক অডিট-এর সময় রেজিষ্টারসমূহ পরীক্ষার জন্য প্রদর্শন করতে হবে;

৩৫.৫ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব-এ জমা করে জমার রশীদসহ ব্যয় বিবরণ সেকায়েপ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ. সেকায়েপ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব

৩৬.০ সেকায়েপ-এর দায়িত্বঃ

৩৬.১ সেকায়েপ আইএসএফ চাহিদা নিরুপণ করে নির্দিষ্ট অর্থ বছরের জন্য যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে;

৩৬.২ সেকায়েপ ২১৫টি উপজেলার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে আইএসএফ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সহায়তা দেবে;

৩৬.৩ আইএসএফ সুবিধা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নমুনা নকশা ও সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন সরবরাহ করবে;

৩৬.৪ সেকায়েপ আইএসএফ উপপ্রকল্প/স্কীম যথাযথ বিবেচিত হলে অর্থায়ন প্রদানের অনুমোদন দেবে;

৩৬.৫ অনুমোদিত উপপ্রকল্প/স্কীমের কার্যাদেশ প্রদানসহ মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮০%-৯০% ভাগ অর্থ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সমান দুটি/তিনটি কিস্তিতে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব-এ ছাড় করবে;

৩৬.৬ অনুমোদিত উপপ্রকল্প/স্কীম চুক্তি/অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে সেকায়েপ কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবে;

৩৬.৭ সেকায়েপ কর্মকর্তাবৃন্দ নির্মাণাধীন ও নির্মিত আইএসএফ স্কীমসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে ফীডব্যক (প্রতিবার্তা) দেবেন;

৩৬. ৮ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মনিটর ও তদারকী করবে;

৩৬.৯ চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির ভিত্তিতে তহবিল ছাড় করবে।

৩৭.০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর দায়িত্বঃ

৩৭.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপপ্রকল্প/স্কীম ছক পূরণ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করবে;

৩৭.২ উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তি/অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করবে;

৩৭.৩ প্রস্তাবিত স্থাপনা নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন ও স্থানের ট্রেসিং ম্যাপ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করবে;

৩৭.৪ মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১০%-২০% অনুদান যোগান দেবে;

৩৭.৫ আইএসএফ সুবিধার জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয় পৃথক একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবে। প্রবাক সদস্য সচিব দৈনন্দিন লেনদেন রেজিষ্টারভুক্ত করে সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন;

৩৭.৬ ওয়াশ ব্লকও টিউবওয়েল স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার,রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্যবহারকারী দল গঠন করবে;

৩৭.৭ অন্যান্য নির্মাণ ও স্থাপনার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করবে;

৩৭.৮ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ/স্থাপনা সম্পন্ন করতে প্রবাককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে এবং উপজেলা তদারক কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বরাবর ব্যয় বিবরণী ও বিল ভাউচার প্রেরণ করবে;

৩৭.৯ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক আর্সেনিক দূষণ পরীক্ষার সময় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩৭.১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নলকূপ স্থাপনের সময় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক,ম্যাঙ্গানিজ,আয়রন ও ক্লোরাইড এর মাত্রা নিরূপনের জন্য নলকূপের পানির নমুনা ডিপিএইচই'র উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সহায়তায় সংগ্রহ করে আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে টেস্টের জন্য প্রেরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

৩৭.১১ প্রবাক/এসএমসি ল্যাবরেটরী টেস্টের যাবতীয় খরচ বহন করবে যা গভীর নলকূপ স্থাপনের বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হবে।

৩৭.১২ অর্থ প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্রে প্রধান শিক্ষক রেভিনিউ স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করবেন(সীল মোহরসহ)।

৩৮.০ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর দায়িত্বঃ

৩৮.১ চাহিদা নিরুপণের মাধ্যমে আইএসএফ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়াশ ব্লক ও টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উপপ্রকল্প/স্কীমের প্রস্তাব প্রস্তুত এবং প্রকল্প বরাবরে প্রেরণ করতে এসএমসি/এমএমসি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান;

৩৮.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইএফএস উপপ্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সহায়তা দেয়া;

৩৮.৩ উপজেলা তদারক কমিটির সদস্য-সচিব-এর দায়িত্ব পালন এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিয়মিত তদারক;

৩৮.৪ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রিম অর্থ গ্রহণের পর কাজ সম্পাদন করতে সমস্যার সম্মুখীন হলে বা বিলম্ব করলে আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করা;

৩৮.৫ অনুমোদিত স্কীম বাস্তবায়নে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলে তা প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অবহিত এবং অগ্রিম অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান;

৩৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আইএসএফ সুবিধা বাস্তবায়নের বিল ভাউচার প্রাপ্তির পর পরীক্ষার জন্য উপজেলা তদারক কমিটি বরাবরে পেশ করবে;

৩৮.৭ নির্মাণ কাজ "ডিজাইন মোতাবেক ১০০% ভাগ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা যায়" মর্মে উপজেলা তদারক কমিটির প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে সকল বিল ভাউচার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণে সহায়তা দেয়া।

৩৯.০ উপসহকারী প্রকৌশলী, (জনস্বাস্থ্য)-এর দায়িত্বঃ

৩৯.১ ওয়াশ ব্লক ও টিউবওয়েলের লে-আউট ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুযায়ী কারিগরী সহায়তা দেয়া;

৩৯.২ উপজেলা তদারক কমিটির সদস্য (কারিগরী বিশেষজ্ঞ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

৩৯.৩ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান;

৩৯.৪ নলকূপ স্থাপনের জন্য নির্বাচিত স্থানে আর্সেনিক উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদানসহ নলকূপ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা;

৩৯.৫ লে-আউট ডিজাইন অনুযায়ী ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপন তদারক এবং সেগুলি স্থাপন শেষ হলে সেকায়েপে রিপোর্ট করবেন;

৩৯.৬ নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান এবং পানীয় জলের গুণাগুণ যাচাই করার জন্য প্রতিটি উপপ্রকল্প/স্কীম সরেজমিন পরিদর্শন এবং কোথাও সমস্যার উদ্ভব হলে সেকায়েপ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

৩৯.৭ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পানি উৎসের আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজ সংক্রমণ পরীক্ষা চালাতে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা দেয়া;

৩৯.৮ উপসহকারী প্রকৌশলী, (জনস্বাস্থ্য) নতুন স্থাপিত নলকূপের রিপোর্টসহ ল্যাবে আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজ পরীক্ষার ফলাফল সেকায়েপে পেশ করবেন;

৩৯.৯ পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস পালন সংক্রান্ত দিবসসমূহ উদযাপনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করা;

৩৯.১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নলকূপ স্থাপনের সময় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক,ম্যাঙ্গানিজ,আয়রন ও ক্লোরাইড এর মাত্রা নিরূপনের জন্য নলকূপের পানির নমুনা সংগ্রহ ও আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে টেস্টের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে প্রবাক/এসএমসি-কে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;

৩৭.১১ ল্যাবরেটরী টেস্টের রিপোর্ট জরুরী ভিত্তিতে সেকায়েপ কার্যালয়ে প্রেরন করবে;

৩৯.১২ কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য পার্টিসিপেশন চুক্তির বিধান অনুযায়ী ডিপিএইচই সার্ভিস চার্জ পাবে;

৩৯.১৩ গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন এবং Soil sample analysis reports(Bore Log)সহ স্থাপন কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়া এবং নিরাপদ পানি প্রাপ্তি বিষয়ে উপসহকারি প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন।

৪০.০ এমআইএস সেল-এর দায়িত্বঃ

সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ডাটার ভিত্তিতে এমআইএস সেল খসড়া এসিএফ তৈরী করবে এবং পিএমটি বরাবর প্রেরণ করবে;

৪১.০ পিএমটিএ'র দায়িত্বঃ

এমআইএস সেল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া এসিএফ পিএমটিএ তাদের ডাটা ভান্ডারে সংযোজন করে চূড়ান্ত এসিএফ তৈরী করবে এবং সেটা সেকায়েপ বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪২.০ অগ্রণী ব্যাংক-এর দায়িত্বঃ

৪২.১ অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখা স্বাক্ষরিত এসিএফসহ পেমেন্ট এ্যাডভাইস প্রাপ্তির পর প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থ আইবিসি-এর মাধ্যমে স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংক শাখায় প্রেরণ করবে;

৪২.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত হিসাব নম্বরে এ অর্থ জমা করার জন্য স্থানীয় শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করবে;

৪২.৩ স্থানীয় ব্যাংক শাখা কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থ জমা হওয়ার তথ্য অনতিবিলম্বে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিত করা;

৪২.৪ আইএসএফ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব রাখবে। প্রতি ৬ মাস অন্তর অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখা প্রতিষ্ঠানওয়ারী অনুত্তোলিত ও অব্যয়িত অর্থ প্রকল্পের কোনটাসা হিসাব-এ ফেরৎ প্রদান করবে।

৪৩.০ এমইডব্লিউ এর দায়িত্ব:

এমইডব্লিউ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম তদারকী করবে।

৪৪.০ বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে : প্রতিষ্ঠান প্রধান
- সেকায়েপ ফোকাল পারসন : প্রজেক্ট অফিসার (আইএসএফ)
- সেকায়েপ ডিপিসি ইউনিট : পরামর্শক, ডিপিসি ইউনিট
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস : উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
- এসএমসি/এমএমসি : পিআইসি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পারসন : শিক্ষক প্রতিনিধি
- এমইডব্লিউ : প্রজেক্ট অফিসার
- মাউশি অধিদপ্তর : পরিচালক(উন্নয়ন)
- ডিপিএইচই : নির্বাহী প্রকৌশলী (গবেষণা ও উন্নয়ন)

৪৫.০

এক নজরে আইএসএফ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেকায়েপ ও অন্যান্য সহযোগীদের মূল দায়িত্বঃ

মাউশি

- কর্মসূচি ও পরিচালনা নীতিমালা সরবরাহ
- বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা

এমইডব্লিউ

- আইএসএফ কর্মসুচির কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণ
- কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট সেকায়েপে সরবরাহ

সেকায়েপ

- বাৎসরিক কর্ম -পরিকল্পনায় আইএসএফ কার্যক্রম ব্যয় প্রাক্কলনসহ অন্তর্ভুক্তিকরণ
- সময় মত কর্মসূচি সম্পাদন ও তার অগ্রগতির সম্ভাব্য প্রস্তাবনা অনুমোদন
- ACF এর জন্য আবেদন MIS CELL ও PMTA তে প্রেরণ করা
- পেমেন্ট অথোরাইজেশন অগ্রণী ব্যাংকে প্রদান
- আইএসএফ-র জন্য কমিউনিটির সাথে এমওইউ স্বাক্ষর করা
- এমইডব্লিউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট নিরীক্ষণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

- আইএসএফ কর্মসুচির চাহিদা নিরুপণ ও প্রস্তাব গ্রহণ ও সেকায়েপ এ প্রেরণ
- কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- অর্থপ্রাপ্তির লক্ষ্যে সমাপনী প্রতিবেদন সেকায়েপ এ প্রদান করা
- ব্যবহারকারী দলের মাধ্যমে নির্মিত কাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

সেকায়েপ/ডিপিসি/এমআইএসসি এবং এলজিইডি

- ইউএসইউ'র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান থেকে আইএসএফ ডাটা সংগ্রহ করা
- এমআইএস সেলে ডাটা সরবরাহ করা
- খসড়া এসিএফ ডাটা সংরক্ষণের জন্য পিএমটিএ -তে প্রেরণ
- চূড়ান্ত এসিএফ পেমেন্ট অথোরাইজেশনের জন্য সেকায়েপে প্রেরণ করা
- পেমেন্টে করার জন্য সেকায়েপকে সুপারিশ করা

এসএমসি/এমএমসি

- আইএসএফ কার্যক্রমের ব্যবহৃতব্য সংশ্লিষ্ট ডিজাইন গ্রহণে কমিউনিটিকে সাহায্য করা ও প্রস্তাবনা সরবরাহ করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কমিউনিটি অনুদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা
- কাজের গুণগত মান ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা
- কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির রির্পোট প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে সরবরাহ করা

ডিপিএইচই

- কমিউনিটিকে কারিগরি সহায়তা ও কার্যক্রম পরিদর্শন
- সম্ভাব্য আইএসএফ কার্যক্রমের আবেদন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই
- ইএমএফ নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কাজ সমাপ্তির রিপোর্ট প্রদান করা

কমিউনিটি

- নির্মাণ ও স্থাপনের নির্দেশসহ প্রস্তাব গ্রহণ
- ইউসিও এর মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ
- পিআইসি গঠন ও তার নীতিমালা অনুসরণ
- কাজের গুণগত মানের বিষয়ে ইউএসইও'র পরামর্শ গ্রহণ
- আইএসএফ কার্যক্রম সমাপ্তির পর তার বিল ও ভাউচার সঠিকভাবে সংরক্ষণ

অগ্রণী ব্যাংক

- আইএসএফ এর অনুদান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান
- সেকায়েপের জন্য বিবরণী প্রস্তুত করা

বি: দ্র: ক) কোন কাগজের ফটোকপি সংযুক্ত করলে তা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

খ) বিল ভাউচারের ফটোকপি চলবে না।গ) কোন অবস্থাতেই থিন পেপার ব্যবহার করা চলবে না ।

পরিশিষ্ট-৬

ধাপ-১

ISF অনুদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটা বেজঃ

- **জেলা কোড-**
- **উপজেলা কোড-**
- **প্রতিষ্ঠানের নাম-**
- **ইআইআই এন-**
- **মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা**
- **সেকায়েপ প্রদত্ত টুইন ল্যাট্রিনের সংখ্যা-**
- **মোট টিউবওয়েলের সংখ্যা-বিদ্যুৎ সংযোগ-**
- **অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ল্যাট্রিন ও**
- **টিউবওয়েল সংখ্যা-**
- **ক্লাস রুম সম্প্রসারণ, সংস্কার**

⇨

ধাম-২

প্রতিষ্ঠানে ISF অনুদান থেকে যে সকল সহায়তা প্রদান করা হবে-

- **অগভীর নলকূপ**
- **গভীর নলকূপ**
- **স্বল্প ব্যয়ী ওয়াশ ব্লক**
- **সোলার ওয়াটার** ট্রিটম্যান্টস/পন্ড স্যান্ড ফিল্টার/স্লো স্যান্ড ফিল্টার
- ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক
- ক্লাস রুম সম্প্রসারণ ও সংস্কার।

⇨

ধাপ-৩

- **মোট বরাদ্দ (টাকায়)**

⇩

ধাপ-৪

- **সেকায়েপ কর্তৃক অনুমোদিত অনুদান**

⇦

ধাপ-৫

- **স্থানীয় জনগোষ্ঠির (কমিউনিটি) অনুদানের অংশ ভাগ**

⇦

ধাপ-৬

- **প্রথম কিস্তির বরাদ্দ অথোরাইজেশন সেকায়েপ এর মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ**

⇩

ধাপ-৭

- **ওয়াশ ব্লক, ক্লাস রুম উন্নয়ন, সম্প্রাসারণ, সংস্কার কাজের জন্য ২য় কিস্তির বরাদ্দ অথোরাইজেশন সেকায়েপ থেকে অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ।**

⇨

ধাপ-৮

- **কাজ শেষ হওয়ার রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সেকায়েপ অথোরাইজেশন অগ্রণী ব্যাংকে বরাদ্দ প্রেরণ করবে যা অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে** কমিউনিটি সংগ্রহ করবে।

মোট বাজেট (টাকায়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা ভবন, ২য় বক (৩য় তলা), ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

ইমপ্রুভিং স্কুল ফ্যাসিলিটিজ (আইএসএফ) এগ্রিমেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এর পক্ষে

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

----------বিদ্যালয়/মাদ্রাসা

ডাক---------- উপজেলা----------

জেলা---------- বিভাগ----------

ইআইআইএন								

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

ইমপ্রুভিং স্কুল ফ্যাসিলিটিজ(আইএসএফ) এগ্রিমেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এই ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ হিসাবে বর্ণিত)

এবং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য) অথবা প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা (সরকারি বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য ----------স্কুল/মাদ্রাসা, প্রতিষ্ঠানের **ইআইআইএন** ---------- ----------উপজেলা----------জেলা ---------- বিভাগ ---------- ---------- (যা দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে বর্ণিত)। চুক্তির তারিখ ----------২০১৪।

যেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশব্যাপী ২১৫টি উপজেলায় সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর আওতাধীন নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং যেহেতু মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটি/কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা ও সহায়তা এবং সেবা প্রদান করতে সম্মত সেহেতু , সরকার নিম্নেবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য ও বাস্তবায়ন সহযোগিতা প্রদান করতে উদ্যোগী হয়েছে।

নিবন্ধ-১

সাধারণ সংজ্ঞাঃ

অনুচ্ছেদ-১.০১ এ চুক্তি পত্রের জন্য কোথাও আলাদাভাবে বর্ণিত না থাকলে, যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, নিম্নের শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবেঃ

ক) ইউজারস গ্রুপ বা ব্যবহারকারী দল বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল বা ইউনিটকে বুঝাবে, যারা (১) টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক নিয়মিত ব্যবহার, সংরক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে; (২) টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক অথবা কার্যাদেশে বর্ণিত প্রাপ্ত সহায়তা এর মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য একটি নিজস্ব তহবিল গড়ে তুলবে এবং উক্ত তহবিল হতে এতদ্দেশ্যে ব্যয় নির্বাহ করবে; (৩) বিশুদ্ধ পানি ও ওয়াশ ব্লক অথবা কার্যাদেশে বর্ণিত প্রাপ্ত সহায়তা যথাযথ ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, সংশ্লিষ্ট অভিভাবক, পরিবারবর্গসহ স্থানীয় জনগণকে সচেতন ও উৎসাহী করে তুলবে;

খ) ইউএসইও বলতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে বুঝাবে;

গ) প্রজেক্ট কমিটি বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গঠিত কমপক্ষে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিকে বুঝাবে , যাঁরা (১) টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক নির্মাণের পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন (২) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে প্রকৃত ব্যয় বিবরণীসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন ম্যানেজিং কমিটি বরাবরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করবেন;

ঘ) ম্যানেজিং কমিটি বলতে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বা এডহক কমিটিকে বুঝাবে;

ঙ) সেকায়েপ ইউনিট বলতে সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) এর প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা ভবন, ঢাকাকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-১.০২ সেবা শব্দের অর্থ হচ্ছে সেবা প্রদান এবং সহায়তা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক সহায়তা প্রদান।

নিবন্ধ-২

প্রথম পক্ষের বাধ্যবাধকতা:

অনুচ্ছেদ-২.০১ সরকার (প্রথম পক্ষ) আলোচ্য প্রকল্পের আওতাধীন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এবং এ ক্ষেত্রে-

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চাহিদা ও সম্মতি অনুযায়ী টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক অথবা কার্যাদেশে বর্ণিত প্রাপ্ত সহায়তা নির্মাণের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মোট ব্যয়ের ৮০%-৯০% (শতকরা ৮০ ভাগ -৯০ ভাগ) বহন করবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক নির্মাণের জন্য ডিজাইন সরবরাহ করবে;

গ) ওয়াশ ব্লক ও শ্রেণী কক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে প্রকল্প নির্ধারিত মোট ব্যয়ের প্রকল্প প্রদেয় অর্থ তিন কিস্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে। প্রথম কিস্তিতে ৫০% অর্থ অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে, ৫০% ভাগ কাজ সম্পন্ন হলে ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রদান করবে। এছাড়া কার্যাদেশ অনুযায়ী অন্যান্য সহায়তা যেমন- নলকূপ, স্লো স্যান্ড ফিল্টার, সোলার ওয়াটার ট্রিটমেন্টস ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প নির্ধারিত মোট ব্যয়ের প্রকল্প প্রদেয় অর্থ দুই কিস্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে। প্রথম কিস্তিতে ৫০% অর্থ অগ্রিম হিসেবে এবং অবশিষ্ট অর্থ কাজ সম্পাদন হবার পর প্রদেয় করবে এবং অবিশিষ্ট অর্থ কাজ সম্পন্ন হবার পর প্রদান করবে;

ঘ) প্রকল্প উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর মাধ্যমে টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ম্যানেজিং কমিটি, অগ্রণী ব্যাংক স্থানীয় শাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট কমিটি ও ব্যবহারকারী দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে;

ঙ) নির্ধারিত মোট ব্যয়ের সরকার প্রদেয় অর্থের প্রথম ও ২য় কিস্তির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ প্রকল্প এ্যাডভাইজ-এর মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক এর প্রধান শাখা হতে স্থানীয় শাখার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে । কাজ চূড়ান্তভাবে শেষ হবার পর ব্যয় বিবরণীসহ প্রতিবেদন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে সেকায়েপ ইউনিটে দাখিল সাপেক্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয়/ শেষ কিস্তির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় পক্ষের বাধ্যবাধকতা;

অনুচ্ছেদ ২.০২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের পিতামাতা/অভিভাবককে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন, বিশেষভাবে-

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবানপূর্বক, টিউবওয়েল/ ওয়াশ ব্লক এর প্রয়োজনীয়তা নিরুপন করে প্রকল্পের শর্তানুযায়ী সহায়তা গ্রহণে ইচ্ছুক এ মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্য বিবরণী প্রণয়ন করবে;

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক নির্মাণের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২০% (শতকরা ২০ ভাগ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থানে বাধ্য থাকবে। উক্ত ১০-২০% পরিমাণ অর্থ নগদ অথবা সেচ্ছাশ্রম, পরিবহন ব্যয় ও ব্যক্তিগতভাবে দানকৃত মালামালের মাধ্যমে টাকায় পরিশোধ করতে হবে ।

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্মাণ কাজের সফল বাস্তবায়নের জন্য কম পক্ষে ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের জন্য সদস্য মনোনয়ন দিবেন। উক্ত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নির্মাণ ব্যয় বিবরণী ও প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটি বরাবরে দাখিল করবে;

ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ টিউবওয়েল ও ওয়াশ ব্লক অথবা কার্যাদেশে বর্ণিত প্রাপ্ত সহায়তা এর সংরক্ষণ, মেরামত ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ছাত্র-ছাত্রী/শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি "ইউজারস গ্রুপ"বা ব্যবহারকারী দল গঠন করবে। উক্ত ব্যবহারকারী দল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, সংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গ ও স্থানীয় জনগণকে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতিতে ল্যাট্রিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন এবং উৎসাহী করে তুলবে। এছাড়া নির্মিত টিউবওয়েল ও ওয়াশ ব্লক এর সংরক্ষণ ও মেরামত কার্যাদি সম্পন্ন করবার জন্য একটি নিজস্ব তহবিল গঠন করবে;

ঙ) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফরকালে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও সেকায়েপ ইউনিটের কর্মকর্তাগণকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে;

চ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার দিন হতে ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টিউবওয়েল/ওয়াশ ব্লক অথবা কার্যাদেশে বর্ণিত প্রাপ্ত সহায়তা ইত্যাদি কাজ এর ৩০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং অবশিষ্ট কাজ পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

নিবন্ধ-৩

চুক্তির মেয়াদ

অনুচ্ছেদ-৩.০১ এ চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার দিন হতে কার্যকর হবে এবং প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অনুচ্ছেদ -৩.০২ যদি দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হয় তা হলে প্রথম পক্ষ ১৫ (পনের) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলীর সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবে।

অনুচ্ছেদ ৩.০৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টুইন ল্যাটিন নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপনে ব্যর্থ হলে প্রধান শিক্ষক দায়ী থাকবেন।

(নাম ও স্বাক্ষর)

প্রকল্প পরিচালক

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তারিখ:----------

(নাম ও স্বাক্ষর)

সভাপতি

১. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি**

(নাম ও স্বাক্ষর)

---

২. প্রখান শিক্ষক/সুপার

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা

তারিখ: .....

স্বাক্ষী:ঃ

১.----------

স্বাক্ষী :

২.----------

পরিশিষ্ট-৬

ধাপ-১

ISF অনুদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটা বেজঃ

- **জেলা কোড-**
- **উপজেলা কোড-**
- **প্রতিষ্ঠানের নাম-**
- **ইআইআই এন-**
- **মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা**
- **সেকায়েপ প্রদত্ত টুইন ল্যাট্রিনের সংখ্যা-**
- **মোট টিউবওয়েলের সংখ্যা-বিদ্যুৎ সংযোগ-**
- **অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ল্যাট্রিন ও**
- **টিউবওয়েল সংখ্যা-**
- **ক্লাস রুম সম্প্রসারণ, সংস্কার**

⇨

ধাম-২

প্রতিষ্ঠানে ISF অনুদান থেকে যে সকল সহায়তা প্রদান করা হবে-

- **অগভীর নলকূপ**
- **গভীর নলকূপ**
- **স্বল্প ব্যয়ী ওয়াশ ব্লক**
- **সোলার ওয়াটার** ট্রিটম্যান্টস/পন্ড স্যান্ড ফিল্টার/স্লো স্যান্ড ফিল্টার
- ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক
- ক্লাস রুম সম্প্রসারণ ও সংস্কার।

⇨

ধাপ-৩

- **মোট বরাদ্দ (টাকায়)**

⇩

ধাপ-৪

- **সেকায়েপ কর্তৃক অনুমোদিত অনুদান**

⇦

ধাপ-৫

- **স্থানীয় জনগোষ্ঠির (কমিউনিটি) অনুদানের অংশ ভাগ**

⇦

ধাপ-৬

- **প্রথম কিস্তির বরাদ্দ অথোরাইজেশন সেকায়েপ এর মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ**

⇩

ধাপ-৭

- **ওয়াশ ব্লক, ক্লাস রুম উন্নয়ন, সম্প্রাসারণ, সংস্কার কাজের জন্য ২য় কিস্তির বরাদ্দ অথোরাইজেশন সেকায়েপ থেকে অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ।**

⇨

ধাপ-৮

- **কাজ শেষ হওয়ার রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সেকায়েপ অথোরাইজেশন অগ্রণী ব্যাংকে বরাদ্দ প্রেরণ করবে যা অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে** কমিউনিটি সংগ্রহ করবে।

মোট বাজেট (টাকায়)

সেকেন্ডারী এডুকেশান কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর আওতায়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচীর

স্কীম/উপ-প্রকল্প সারপত্র

১) সাধারণ তথ্য:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলার নাম	জেলার নাম	প্রস্তাবনা তৈরীর তারিখ

২) স্কীম/উপ-প্রকল্পের বিবরণ (ওয়াশ ব্লক/ স্বল্প ব্যয়ী ওয়াশ ব্লক/ গভীর নলকূপ/ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক/সোলার ওয়াটার প্লান্ট/পন্ড স্যান্ড ফিল্টার)

গৃহীত স্কীম/প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকাল	গৃহীত স্কীম/উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয়
১.		
২.		

প্রকল্পের ধরণ (√চিহ্ন): নির্মাণ/স্থাপনা | পুন:নির্মাণ | মেরামত ও পুন:র্বাসন

২.১ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: ছাত্র ____ ছাত্রী ____

২.২ স্কীম /উপ-প্রকল্পের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা: ছাত্র ____ ছাত্রী ____

২.৩ সেকায়েপ থেকে ইতিপূর্বে আইএসএফ সুবিধা গ্রহণ করেছে কী না: হাঁ ____ না ____

২.৪ আইএসএফ সুবিধা গ্রহণ করে থাকলে কি কি এবং কত সালে: সুবিধা ____ সাল ____

২.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কী না: আছে ____ নাই ____

২.৬ বিগত দুই বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল:

২০১৩ সালে জেডিসি/জেএসসির পরীক্ষার পাশের হার- ____ জিপিএ- ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা- ____

২০১৪ সালে জেডিসি/জেএসসির পরীক্ষার পাশের হার- ____ জিপিএ- ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা- ____

২.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আর কি কি সুবিধা পেতে আগ্রহী:

২.৮ প্রস্তাবিত গভীর নলকূপের গভীরতা কত ?

১০০মি./১৫০মি./২০০মি./২৫০মি./৩০০মি. (উপসহকারি প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে)

২.৯ কম্যুনিটি অনুদানের পরিমাণ:

২.১০ পরিশোধের ধরণ: নগদ অর্থে/ স্বেচ্ছাশ্রম/পরিবহন ব্যয়/ব্যক্তিগত দানকৃত মালামাল/ভূমি উন্নয়ন কাজ

২.১১ পিটিএ কার্যকর কীনা? হাঁ ☐ না ☐ এবং বছরে কতবার পিটিএ-র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে? ☐

৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি:

৩.১ আইএসএফ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিম্নরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রবাক) গঠন করতে হবে:

১) স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সহসভাপতি - সভাপতি
(সহসভাপতির ক্ষেত্রে সভাপতির অথরাইজেশন থাকতে হবে)
২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বা এলজিইডি'র একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৩) ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য (একজন) - সদস্য
৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি (একজন) - সদস্য
৫-৬) পিটিএ'র প্রতিনিধি (ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) ২ (দুই) জন - সদস্য
৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান - সদস্য সচিব

৩.২ প্রবাক গঠন এমনভাবে করতে হবে যেন কমিটিতে দুজন নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

৩.৩ ব্যবহারকারী দল গঠন করা হয়েছে কি না: হাঁ ☐ না ☐

৩.৪ উত্তর হাঁ হলে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের নাম:

৩.৫ উত্তর না হলে কতদিনের মধ্যে ব্যবহারকারী দল গঠন করা হবে তার অংঙ্গীকার:
আগামী .....দিনের মধ্যে ব্যবহারকারী দল গঠন করার অঙ্গীকার করছি।

প্রতিষ্ঠান প্রধান এর স্বাক্ষর

৪) ওয়াশ ব্লক এবং অন্যান্য আইএসএফ কার্যক্রম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে গৃহীতব্য ব্যবস্থা:

৫) প্রকল্পের প্রভাব:

ক্রমিকনং	বিষয়	কাংখিত পরিবর্তন
৫.১	পরিবেশ সুরক্ষা	
৫.২	মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি	
৫.৩	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি	
৫.৪	ঝরে পড়ার হার রোধ	
৫.৫	দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম-সংস্থনের সুযোগ	

৬. এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, স্কীম/উপ-প্রকল্প গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানটি আইএসএফ সুবিধা পায়নি/পেয়ে থাকলেও ছাত্র/ ছাত্রীর তুলনায় অপ্রতুল ছিল।

এসএমসি/এমএমসির সভাপতির স্বাক্ষর

৭. আমি ঘোষণা করছি যে, গৃহীত স্কীম/উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পর্যাপ্ত জায়গা আছে:

প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর	এসএমসি/এমএমসির সভাপতি স্বাক্ষর

৮) স্কীম/উপ-প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মন্তব্য ও সুপারিশ:

স্বাক্ষর ও সীল

৯. স্কীম/উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

শ্রেণী কক্ষের উন্নয়ন/ সংস্কার/সম্প্রসারণ সুবিধার চাহিদা কি কি	পরিমাণ	ব্যয় প্রাক্কলন	মন্তব্য
		মোট	

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ডিপিএইচই

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা

সংযুক্ত:

১) স্কীম/উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত এসএমসি/এমএমসি সভার কার্যবিবরণীর কপি।

মৌলিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক পরামর্শ

- হাত ও পায়ের নখ নিয়মিত কাটতে ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- রান্না করার আগে চুল বেঁধে নিতে হবে
- রাস্তার পাশে হকারদের কেটে রাখা ফল খাওয়া যাবে না
- মেয়াদোত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবার খাওয়া যাবে না
- টিনজাত/টেট্রা প্যাকেটজাত খাবারে কোন ছিদ্র থাকলে বা বাস্প বের হতে থাকলে সে খাবার খাওয়া যাবে না যদিও সে খাবার মেয়াদের মধ্যে থেকে থাকে
- গ্রীষ্মকালে খাবার দীর্ঘক্ষণ খোলা রাখা যাবে না। প্রতিদিন তাৎক্ষণিক প্রস্তুত করা খাবার খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে
- রেফ্রিজারেটারে দীর্ঘদিন খাবার সংরক্ষণ করা ঠিক নয়
- মলত্যাগের পরে পায়খানায় পর্যাপ্ত পানি ঢালতে হবে
- দ্রবণযোগ্য নয় এমন দ্রব্যাদি পায়খানার প্যান/কমেডে ফেলা যাবে না
- স্কুল ছুটির পূর্বে শিক্ষার্থীদের একটি দল পায়খানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজটি নিশ্চিত করবে। এ ধরনের একাধিক দলকে ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরী করতে হবে
- যদি পায়খানায় পানি সরবরাহ না থাকে তবে ব্যবহারকারী দল পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখবে যাতে করে ব্যবহারের পরে পরিমাণমত পানি ঢেলে পায়খানা পরিস্কার রাখা যায়
- ব্যবহারকারী দল সকল শিক্ষার্থীকে মলত্যাগের পরে সাবান কিংবা ছাই দিয়ে হাত খোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে
- ব্যবহারকারী দলকে পায়খানার কাছাকাছি সাবান/ছাই সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ব্যবহারকারী দলকে স্কুল প্রাঙ্গণে কয়েকটি জায়গায় ময়লা ফেরার জন্য বিন/ড্রাম রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ব্যবহারকারী দলকে বিন/ড্রাম এর বর্জ্য নিয়মিতভাবে অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে। যথাযথভাবে অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে
- প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে যাতে বৃষ্টির পানি আটকে না থাকে এবং শুকনো থাকে সেজন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ব্যবহারকারী দলকে প্রতিষ্ঠানের চারপাশে যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ব্যবহারকারী দলকে প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন করার জন্য মাসে একবার সকল শিক্ষার্থীকে নিয়োজিত করতে হবে
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ব্যবহারকারী দলকে স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন বিষয়ে প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় (Catchment Area) প্রতিবছর একবার গণ প্রচারণা সংগঠিত করতে হবে।

সেকায়েপ
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভাবন, ২য় ব্লক (৩য় তলা)

১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০ ।
e-mail:seqaep@bdcom.net, website:www.seqaep.gov.bd